mUloshob
Homeland
Responsibility
Trust
Contribution

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

9 August 2024 / 4 Safar 1446H

নিজের মাতৃভূমির জন্য সহজাত টান বোধ

Innate Affection Towards One's Homeland

الحَمدُ لِلَّهِ الذِي أَكرَمَنَا بِخَيرِ البَرِيَّة، وَجعَلَهُ ﷺ هَادِيًا وَنَاصِحًا لِأُمَّتِهِ جَامِعًا بِأَشرَفِ مَزِيَّة، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً نَرجُو بِهَا حُسنَ الخِتَام، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ مُبَلِّغُ الشَّرَائِعِ وَالأَحكَام، اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّم عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أَئِمَّةِ الهُدَى وَالأَعلاَم، المُلْحَقِينَ بِهِ فِي التَبْجِيلِ وَالإِكرَام. أَمَّا بَعدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ.

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধী,

আমি আজ নিজেকে এবং উপস্থিত আপনাদের সকলকে মহান আল্লহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি ভয় প্রদর্শনপূর্বক তাঁর প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধির কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। তাঁর সকল নির্দেশ মেনে চলি এবং সকল নিষেধাজ্ঞ থেকে দূরে থাকি। আমাদের এই দীর্ঘ জীবন এবং তাঁর প্রতি আমাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস প্রদানের জন্য আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যেন এই পৃথিবীতে আমাদের সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

সম্মানিত ভাইগণ,

আজকের খুতবায় আমরা একজন মানুষের ভেতরে তার জন্মভূমি দেশের জন্য কি মমত্ববোধ কাজ করে তার ওপর আলোচনা করব। কখনও কি এটা চিন্তা করে দেখেছেন যে মাতৃভূমির প্রতি একটি টান বোধ করাটা ইসলামে অনুমতি দেয় কিনা? হয়তো আপনারা ভাবছেন, ও এটি একটি ন্যাশনাল ডে বা সিঙ্গাপুরের জাতীয় দিবস সম্মানে রচিত একটি খুতবা। আমি বলব, আপনারা পরবর্তীতে উল্লেখিত হাদীসটি শেষ পর্যন্ত শুনবেন।

আমাদের নবী করিম (সঃ) একদা মক্কার শেষপ্রান্ত হাজওয়ারায় দাঁড়িয়ে তাঁর জন্মস্থান মক্কার প্রতি তাঁর ভালবাসা সম্পর্কে বলেছিলেন, " মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নামে আপনাদেরকে বলছি, আপনারা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সর্বোত্তম স্থানে আছেন যা আমার সবচেয়ে প্রিয় একটি স্থান। যদি তোমাদের লোকেরা আমাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে না দিত আমি কোনদিনই তোমাদেরকে ছেড়ে আসতাম না"। (ইমাম আত তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

প্রকৃতপক্ষেই, সেই সময়ে মক্কা এমন এক শহর ছিল যেখানে ইসলামের বানী সাধারণ মানুষের কাছে ছিল শত্রুতাপরায়ণ এবং অগ্রহণযোগ্য। যাই হোক, এটা আমাদের সহজাত স্বভাব বা ফিতরা যে, জন্মভূমি বা মাতৃভূমির প্রতি মানুষের একটি আবেগের সম্পর্ক থাকে। একইভাবে, জন্মস্থানের কারণে আমাদের নবী করিম (সঃ) সর্বদা ছিলেন মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে একদিন তিনি সেই দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। এটা জানবেন, আমার সম্মানিত ভাইয়েরা যে মক্কা শহরে আমাদের নবীজীর প্রত্যাবর্তন কোন সাধারণ ঘটনা ছিল না। এই শহরের উন্নতিকল্পে নবীজী মুহম্মদ (সঃ) এর সকল ইতিবাচক ভূমিকা ছিল মক্কার প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা বহিঃপ্রকাশের একটি নিদর্শন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত উপস্থিত সুধী,

আমাদের নবী করিম সম্পর্কে উল্লেখিত হাদীসটি জন্মভূমির প্রতি আমাদের মঙ্গলজনক কাজে অবদান রাখার ও সকল অর্পিত দায়িত্ব পালনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। এই বক্তব্যের অনেকগুলি দিকের ওপর

আমরা আলোচনা করতে পারি। তার মধ্যে, সময় স্বল্পতার কারণে আজ শুধু আমাদের জন্মভূমির অন্যান্যদের প্রতি কল্যাণ সাধনের জন্য মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা ব্যবহার করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করার ওপর আমি গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। আমাদের দায়িত্বগুলি পালন করার বা যে আমানত আমাদের কাছে আছে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার যাঁরা করেন সেইসব বিশ্বাসীগণ পরকালে সফল হবেন বলে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা উল্লেখ করেছেন।

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ﴿٨﴾

অর্থঃ . *এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে। (সুরা মুমিনিনঃ৮)*

আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে বলা যায়, এমন, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যদি আমাদিগকে অর্থ-সম্পদ দিয়ে ধনবান করেন তবে আমাদের এই সম্পদ থেকে দান করতে হবে মসজিদ, মাদ্রাসা, বৃদ্ধাশ্রমগুলিতে এবং এরুপ অন্যান্য সংস্থসমূহে। যদি মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদিগকে সুস্বাস্থ্য দিয়ে থাকেন তবে আমরা কিভাবে তা সংরক্ষণ করব? আমরা কি আমাদের চারপাশের কাউকে কিভাবে স্বাস্থ্যকর উপায়ে জীবন যাপন করা যায় এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছি যাতে করে তারা আরো দীর্ঘদিন ইবাদত-বন্দেগী করতে পারেন বা আরো ভাল কাজ করতে পারেন? তাই আসেন আমরা এমন একটি সম্প্রদায় গঠন করি যা আমাদের নবী করিম (সঃ) এর শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি বলেছেন,

" একজন দৃঢ় বিশ্বাসী মানুষ মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকট অধিক প্রিয় একজন দুর্বল বিশ্বাসী মানুষের চেয়ে"। (ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস) ***সম্মানিত সুধী,***

ইসলাম আমাদেরকে কৃতজ্ঞ ও দায়িত্বশীল হতে অনুপ্রাণিত করে। এটা সত্য যে কোন ভাল কিছু পেলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। তবে শুধু একতরফা পাওয়ার মধ্যে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা ঠিক না। বরং, নবী করিম (সঃ) এর নির্দেশ অনুসরণ করে আমাদেরকে সকল মঙ্গলময় কাজের অনুপ্রেরণা হয়ে সাধারণ কল্যাণকর্মে অবদান রাখার চেষ্টা করে যাওয়া উচিত।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

কোথাও কোন অবদান রাখার জন্য একেবারে নিষ্কলুষ পরিবেশ পাওয়া যাবে না কখনই।। পৃথিবীর নানান দেশে আমাদের মুসলমান ভাইবোনেরা গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে যদিও তাদের এই মুসলমান গোষ্ঠী সংখ্যায় অনেক কম ও দুর্বল তারা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ব্রাজিলে মুসলমান সে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠির শতকরা ১ ভাগ শুধু।। তবুও সারা পৃথিবীতে সেখানকার মুসলমানগণ হালাল মাংস রপ্তানী করে সারা বিশ্বে নিজেদের সুনাম অর্জন করেছেন। একইভাবে, দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘিষ্ট মুসলমান জনগোষ্ঠী জনগণের সাথে একত্রে যুদ্ধ করে এপার্থেইড সমস্যার সমাধান এখন তারা একে অপরের হাতে হাত ধরে কাজ করে দেশের নেতৃত্বে এবং দেশের উন্নতিতে অবদান রাখছেন।

পূর্ববর্তী প্রজন্মের মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থবহ অবদানের মাধ্যমে মাতৃভূমির প্রতি তাঁদের ভালোবাসার প্রমান রেখে গেছেন। এখন, এই যাত্রা অব্যাহত রাখার দায়িত্ব আমাদের যা আমরা করতে পারি এমন একটি সমাজ সৃষ্টি করে যা ইতিবাচক ও সক্রিয় প্রচেষ্টার দ্বারা সিঙ্গাপুরের মুসলিমদের পরিচয় সমুন্নত রাখবে। আসুন আমরা আল্লাহর কাছে পথ নির্দেশনার জন্য প্রার্থনা করি।

ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাশীদ, আমাদেরকে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সেই পথ দেখান যে পথে আপনার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। জীবনে চ্যালেঞ্জগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা আমাদেরকে দিন। ইয়া রাহমান, ইয়া রাহীম, আমাদেরকে সেই রকম মানুষ করুন যাঁরা একে অপরকে ভালবাসে ও অন্যের প্রতি যত্নশীল হ য়, ঠিক যেভাবে আপনি আপনার বান্দাদেরকে ভালবাসেন। ইয়া আল্লাহ, ইয়া গাফুর, আমরা যখন আপনার দয়ার কথা ভুলে যাই, তখন আপনি আমাদের সেই পাপ ক্ষমা করে দিন। ইয়া আজিজ, ইয়া হাকিম, আমাদেরকে সুযোগ দিন যাতে আমরা ভাল কাজের মাধ্যমে আপনার ধর্মের প্রতি সম্মান দেখাতে পারি। আমাদের পার্থিব জীবনে আপনার আশীর্বাদ এবং পরকালে সাফল্য দান করুন। আমিন। আমিন ইয়া মুজিব আস-সাইলিন

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Khutbah Kedua

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضلِهِ يُعطِكُم، وَلَذِكرُ اللهِ أَكبَرُ، وَاللهُ يَعلَمُ مَا تَصنَعُونَ.